জীবননগরে দুই স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও শ্লীতাহানির চেষ্টা থানায় মামলা

জীবননগরে দুই স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও শ্লীতাহানির চেষ্টা ধর্ষকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা। গত সোমবার উপজেলার উথলী ইউনিয়নের উথলী ইট ভাড়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, গত তিন দিন আগে উথলী ইট ভাটা পাড়ার দুই স্কুল ছাত্রী মশিউর রহমানের দোকানে গেলে মশিউর রহমান দোকানে না থাকায় উথলী গ্রামের মৃত কিতাব আলীর জামাই লম্পট আনসার আলী (৬০) মেয়ে দুটিকে ফুসলিয়ে পাশের আনিসের ভুট্টা খেতে নিয়ে যায়। এ সময় মেয়ে দুটি চিৎকার করলে লম্পট আনিস পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে এক স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে জীবননগর থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছে।

উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ বলেন, দুই স্কুল ছাত্রীকে জোর পুর্বক ধর্ষনের বিষয়টি আমি শুনেছি এবং তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দুই স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত সোমবার রাতে এক স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে মামলা করেছে আসামী গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে ।

মেপ্র/আরপি

জীবননগর লোকমোর্চার ও এশিয়া

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কর্মকর্তা এনামুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, উপ-সহকারি প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, উপজেলা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারন কর্মকর্তা ডা. শরিয়ত উল্লাহ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, বিআরডিবি অফিসার শায়লা সারমিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম।

উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক রাকিবুল ইসলামের উপস্থাপানায় আরও উপস্থিত ছিলেন, খাদ্য কর্মকর্তা মফাখাইরুল ইসলাম, স্টেশন অফিসার মখলেসুর রহমান, হাফেজ ওমর ফারুক, শিক্ষক সামসুন্নাহার, মলিনা পারভীন, মনিরুজ্জামান, নাজমুল হাসান, জামাল উদ্দান, শহিদুল ইসলাম, ফয়জুল হক প্রমুখ।

সভা শেষে জনকল্যান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহড়া অনুষ্টিত হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গায় রেলওয়ের ফাঁকা জায়গা দখলকারিদের বিরুদ্ধে অশনিসংকেত

আলমডাঙ্গায় রেলওয়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর আবারও ফাঁকা জায়গা দখলকারিদের বিরুদ্ধে অশনিসংকেত দিলেন রেলওয়ের পাকশী জোনের ডিআরএম প্রকৌশলি আশাদুল হক।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তিনি আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে স্টেশন মাস্টার শরিফুল ইসলাম মিন্টুর উপস্থিতিতে ওই অশনিসংকেত দেন।

তিনি জানান, সোমবার রেলওয়ের একটি প্রতিনিধি দল আলমডাঙ্গায় উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুণরায় দখল করার বিষয়টি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় পরিবহণ কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, ষ্টেশন মাস্টার শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেলস্টেশন থেকে লাল ব্রীজ এলাকা পর্যন্ত রেলওয়ে জায়গায় অবৈধভাবে কয়েক’শ মানুষ পাকা ও আধা পাকা স্থাপনা নির্মাণ করে বসবাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

গত কয়েক মাস আগে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লীজ গ্রহণসহ বৈধ-অবৈধ স্থাপনার তালিকা প্রকাশ করে। সে সময় রেলওয়ে পাকশি জোনের পক্ষ থেকে অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে লাল ক্রস দিয়ে সেগুলি সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনকি এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য স্টেশন এলাকায় মাইকিং করে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর সাড়ে ১০টার দিকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পাকশী জোনের বিভাগীয় ভূমি কর্মকর্তা ও নিবার্হি ম্যাজিস্ট্রেট নুরুজ্জামান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিবার্হি ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন, রেলওয়ে পুলিশের এস আই জালাল উদ্দিন ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এস আই জিয়াসহ সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় কয়েক’শ অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে রেলস্টেশন এলাকার কিছু দোকান ঘর ও লালব্রীজ সংলগ্ন পশুহাট এলাকার কয়েকটি দোকান ঘর ভাঙ্গা হয়।

কয়েক’শ অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে মাত্র কিছু উচ্ছেদ করার ঘটনা সাধারণ মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছে। উচ্ছেদ অভিযানটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর উচ্ছেদ অভিযানে ভেঙ্গে দেওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ির ফাঁকা ভিটে পুণরায় দখল শুরু হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

[redacted]

[redacted]

সম্পর্কে তাদের অবহতি করতে হবে। তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

মেপ্র/আরপি

জীবননগরে প্রতিভার খোজে শাইন ক্লাব -২০২০ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জীবননগরে মুজিববর্ষে প্রতিভার খোজে শাইন ক্লাব -২০২০ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর শাইন ক্লাবের আয়োজনে দৌলৎগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে মুজিববর্ষে প্রতিভার খোজে শাইন ক্লাব -২০২০ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর শাইন ক্লাবের সভাপতি শাহ শরিফুল ইসলাম ছোট বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদর রহমান, সাংবাদিক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল, জীবননগর উপজেলা কিন্ডার গার্ডেন এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য আবুল কালাম আযাদ, ইকরামুল হক, শাইন ক্লাবের আব্দুর রাজ্জাক বুদো, চাষী রমজান, মাহফুজ, আতিক, মামুন, মোশারফ হোসেন, আলম হোসেন, খুশি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার দৈনিক সময়ের সমীকরণ, দৈনিক নবচিত্র ও টেন মিনিটস। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ।

নানা অনিয়মের হোতা মহুরি নুরুল ইসলাম!

জীবননগর দলিল লেখক সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন সমিতির সভাপতি নুুরুল ইসলাম। এয়াড়া তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুনীতির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, জীবননগর দলিল লেখক সমিতির বেশ কিছু অসাধু সদস্যরে সাথে যোগ সাজে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সাব রেজিস্টারের নাম করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে নুরুল ইসলাম।

এদিকে স্থানীয়দের দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম ক্ষমতাশীন দলের নেতা হওয়ার ফলে প্রকাশ্য এ চাঁদা আদায় করছে এবং নিজের অপকর্ম ধামাচাঁপা দেওয়ার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাশীন দলের কিছু নেতাকর্মি ও কিছু সাংবাদিককে ম্যানেজ করে চলেন তিনি।

জমি খারিজ করতে দেওয়া প্রতারণার শিকার উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের তারনিবাশ গ্রামের জহির উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, আমি জমি খারিজের জন্য যায় সেখানে আমার কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা নিয়েছে আমি টাকা কম দিতে চাইলে ওষান থেকে একজন মুহুরি বলে আপনার এখান থেকে সমিতির টাকা দিতে হবে সাব রেজিস্টারের টাকা দিতে হবে এ জন্য একটু বেশি খরচ হচ্ছে। এই বলে আমার নিকট থেকে টাকা দাবি করলে আমার কাছে অত টাকা না থাকায় সেখান থেকে চলে আসি।

ভ’মি অফিস সুত্রে জানা গেছে,জমি খারিজ করতে গেলে সরকারি নিয়মনুযায়ী ১ হাজার ১’শ ৫০ টাকা খরচ লাগে।

কিন্তু জীবননগর দলিল লেখক সমিতির নাম করে সেখানে নেওয়া হচ্ছে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত। শুুধু তাই নয় দলিল লেখক সমতিরি

সভাপতি নুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সেখানে একটি প্রতারনার আকড়া এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি করার জন্য সাবরেজিস্টি অফিসের সামনে টেবিল চেয়ার বসিয়ে দাওয়া খানা তৈরি করেছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সাবরেজিষ্টারের অফিসের সামনে দলিল লেখক সমতিরি এক সদস্য চেয়ার, টেবিল পেতে বসে আছেন। ওই খাতায় দলিল এন্টি না হলে কোন দলিল সাবরেজিষ্টারের কাছে দেওয়া হয় না। খাতায় দেখা গেছে সেখানে কোন সদস্যর দলিল তার নামের সংক্ষিপ্ত অক্ষর দিয়ে এন্টি করা হয় এবং দলিল হিসাব করে সমিতির ভাগের টাকা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট দিয়ে আসতে হয়। সেগুলো আবার সপ্তাহ শেষে সকল সদস্যদের মাঝে ভাগাভাগি করা হয় বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনইচ্ছুক দলিল লেখক সমিতির এক সদস্য বলেন, দলিল লেখক সমিতির সভাপতি তো আর একা টাকা খাই না। আমরা যদি টাকা বেশি করে না নিই তা হলে। ১ লক্ষ টাকার দলিল প্রতি সাবরেজিস্টারের ৮’শ টাকা ফটো কপি খারিজ হলে ৫’শ টাকা রেকড ফটো কপি হলে ৫’শ টাকা হেবা দলিল হলে খারিজ না থাকলে ২হাজার ৫’শ এবং স্থানীয নেতাকর্মি তা ছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কি ভাবে ম্যানেজ করবো এবং তাদের কি ভাবে টাকা দিবো আমরা তো আর বাড়ি থেকে টাকা এনে দিবো না। তাই এখানে জমি খারিজের জন্য টাকা বেশি নেওয়া হয়।

তথ্যনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারি ফিস ১ লক্ষ টাকার দলিলে ব্যাংকের মাধ্যমে পে-অর্ডার করা লাগে ৭৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা সেখানে সমিতির নাম করে নেওয়া হয় ১২ হাজার টাকা, পৌর সভার মধ্যে ১ লক্ষ টাকার দলিল হলে সরকারি ফিস ৮ হাজার থেকে ৮ হাজার ৫’শ টাকা সেখানে সমিতির নাম করে নেওয়া হয় ১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা তা ছাড়া নেতার নাম করে সভাপতি নুরুল ইসলাম দলিল প্রতি ৩’শ টাকা সাংবাদিকদের নাম করে দলিল প্রতি ১৫০ টাকা।

তথ্যনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম করে ৫ হাজার টাকা তুলে নিজের পকেটে রাখেন।

জীবননগর দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলামের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি কোন টাকা আত্বস্বাত করিনি তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর সাব-রেজিষ্টার অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, এখানে সমিতির বিষয়টি আমি বলতে পারবো না। তবে সরকারি নিয়মনীতির মধ্যেই আমি কাজ

করে থাকি সরকারি নিয়মনীতির বাইরে আমি কোন কাজ করি না আর আমি কোন অতিরিক্ত টাকা গ্রহন করিনি আমার নামে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, সরকারি যে নিয়ম আছে সে অনুযায়ী জমি খারিজ করা হয়। তা ছাড়া এখন সব অনলাইনের মাধ্যমে কাজ করা হয়। এখানে অনিয়ম করার কোন সুযোগ নাই এবং সরকারি যে ফিস আছে সে টাকাই নেওয়া হয় ।অতিরিক্ত কোন টাকা নেওয়া হয় না।

তা ছাড়া কেউ যদি সরকারি ফিস বাদে টাকা নিয়ে থাকে তা হলে অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/আরপি

জীবননগরে অর্ধ কোটি টাকার গাছ কেটে সাবাড়!

জীবননগর উপজেলার হাসাদহ-রায়পুর সড়ক প্রস্তুতকরণের অজুহাতে সড়কের দু’ধারে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির গাছ টেন্ডার ছাড়াই কাটার অভিযোগ উঠেছে।

ক্ষমতাসিন দলের একটি মহল ও উপজেলা বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে সামাজিক বনায়ন সমিতির নেতাদের ম্যানেজ করে এ গাছগুলি কেটে সাবাড় করা হচ্ছে।

সামাজিক বনায়ন কর্তৃক সৃজন করা বাগানের বাইরেও সড়কের দু’ধারের বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাস্তার দু’ধারের গাছ কেটে সাবাড় করার ফলে এলাকার পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। এ ভাবে গাছ কেটে সাবাড় করার কারণে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে সরজমিনে দেখা গেছে, জীবননগর উপজেলা হাসাদহ-রায়পুর সড়কের মাধবপুর সাগরঘাটা ব্রিজ পর্যন্ত দুই

কিলোমিটার রাস্তার দু’ধারে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান বড় বড় গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উপজেলা বন সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মচারি মাহবুুবুর রহমান কাটা গাছের কিছু দুরে অবস্থান করছে। গাছগুলো কাটার পর গাছের ডালপালা সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে গাছের বড় বড় লগগুলো নেয়া হচ্ছে সামাজিক বনায়ন সমিতির সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবির বাড়ী সংলগ্ন স্থানে।

সামাজিক বনায়ন সমিতির সৃজন করা বাগানের বাইরে সরকারি রাস্তায় থাকায় বিগত ২৫-৩০ বছর আগে সৃজন করা কিংবা তার আগে বেড়ে ওঠা মূল্যবান গাছ কেটে নেয়া হচ্ছে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ফলে সরকার মোটা অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব গাছের মধ্যে কিছু গাছ চলে যাচ্ছে প্রভাবশালী মহলের বাড়ীর আসবাবপত্র তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে।

এলাকার একাধিক ব্যাক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, হাসাদহ-রায়পুর সড়কে কয়েক যুগ ধরে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রজাতির গাছের মাঝে সামাজিক বনায়নের বাগান সৃজন করা হয়।

সামাজিক বনায়ন কর্তৃক সৃজন করা বাগান সঠিক ভাবে রক্ষনাবেক্ষণ না হওয়ায় অধিকাংশ গাছ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখন সামাজিক বনায়নের গাছ কাটার নামে রাস্তার সমস্ত গাছপালা কেটে সাবাড় করা হচ্ছে। রাস্তা প্রস্তুকরনের অজুহাতে রাস্তার দু”ধারের গাছপালা কেটে এলাকাকে মরুভ’মি বানানো হচ্ছে।

এতে করে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার শঙ্কা থাকলেও লাভবান হচ্ছে কতিপয় প্রভাবশালী নেতা। সেই সাথে লাভবান হচ্ছেন সংশি¬ষ্ট সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিরা।

সামাজিক বনায়নের সৃজন করা গাছের পাশাপাশি বড় বড় মেহগুনি, চটকা, শিষু, নিম ইত্যাদি মূল্যবান গাছ কেটে নেয়া হচ্ছে। এলাকাবাসীর ধারণা হাসাদহ বাজার থেকে মাধবপুর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার দু”ধারে যে গাছ আছে তা প্রায় অর্ধ কোটি দাম হবে।

হাসাদহ-রায়পুর সড়কে সামাজিক বনায়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি বলেন, রাস্তা প্রস্তত্বকরণের কারণে ঠিকাদার ভেক্যু মেশিন দিয়ে প্রথমে কয়েকটি গাছ তুলে ফেলে দেয়। গাছ কাটার ব্যাপারে

কোন টেন্ডার হয়নি। বনবিভাগ রেঞ্জার সব ক্ষমতার মালিক। ইউএনও স্যারের সাথে বনবিভাগের মিটিং হয়। ওই মিটিংয়ে আমাদেরকে ডাকা হয়নি।

তবে মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গাছ কাটা হচ্ছে এবং কাটা শেষ হলে টেন্ডারের মাধ্যমে গাছ বিক্রি করা হবে। দু’একটি ছাড়া কোন গাছ মরা নয়। গাছের গুড়িগুলো আমার বাড়ীর কাছে রাখা হচ্ছে আর ডালপালা বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি মাধবপুর ব্রিজ সংলগ্ন স্থান থেকে গাছ কেটে নেয়ার সময় জনতার বাঁধার মুখে পড়া শহিদুল ইসলাম উপস্থিত সবার সামনে বলেন, শুধু আমিই কি একা গাছ কাটছি, এর আগে হাসাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ভাই গাছ কেটে নিয়ে গেল তাকে তো কেউ কিছু বলল না। এ ভাবেই রাস্তার গাছের একটি অংশ প্রভাবশালী মহলের বাড়ী চলে যাচ্ছে।

উপজেলা বন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম কাজল বলেন, সামাজিক বনায়নের গাছগুলো বাধ্য হয়ে কাটা হচ্ছে। রাস্তা প্রস্তুত্বকরনে ঠিকাদার গাছগুলো ভেক্যু মেশিন দিয়ে উপড়ে ফেলছিল। তা ছাড়া যে গাছগুলো কাটা হচ্ছে তা অধিকাংশ মরা গাছ। সমিতির লোকজন গাছ কাটছে আর আমাদের লোকজন সেগুলো দেখভাল করছেন। সমিতির লাগানো গাছই কাটা হচ্ছে। টেন্ডার হয়নি ঠিক, তবে বিষয়টি ইউএনও স্যারকে জানানো হয়েছে। কাটা গাছগুলো সমিতির সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান হবির বাড়ীতে রাখা হচ্ছে। পরবর্তীতে টেন্ডার দেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, হাসাদহ-রাফপুর সড়কে গাছ কাটার বিষয়টি আমার এই মুহুর্তে আমার কিছু জানা নেই। তবে আগে কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা আমার মনে পড়ছে না। কারণ সামাজিক বনায়নের গাছ কাটার জন্য চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে অনেক সময় লাগে এবং তারপর তা কাটার সিদ্ধান্ত হয়।

মেপ্র/আরপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

সর্বসম্মতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত করেন।

মেপ্র/আরপি